২) মালিকানার ভিত্তিতে

(১) একমালিকানা কারবার : যে কারবারে মালিক একাই মূলধন সংগ্রহ করে ব্যবসায়

পরিচালনা করে তাকে একমালিকানা কারবার বলে। যে কোন ব্যক্তি খুব সহজেই এটি পরিচালনা করতে পারে। তাই এ

কারবার গঠন করা অত্যন্ত সহজ।

একমালিকানা কারবারের সুবিধা (অফাধহঃধমবং ড়ভ ঝড়ষব চৎড়ঢ়ৎরবঃড়ৎংযরঢ় ইঁংরহবংং)

র) সহজ গঠন প্রনালী: একমালিকানা ব্যবসায় গঠনে তেমন কোন আইনগত জটিলতা নেই। সামান্য পুঁজি নিয়ে যে কেউ এ

ধরণের ব্যবসায় শুরু করতে পারেন। তাই এ কারবার গঠন করা অত্যন্ত সহজ।

রর) সহজ পরিচালনা: এরূপ ব্যবসায় আকারে ছোট ও সীমিত ঝুঁকির কারণে এর পরিচালনাও বেশ সহজ। যে কোন মানুষ

খুব সহজেই এটি পরিচালনা করতে পারেন।

ররর) দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ: এরূপ কারবারে মালিক ও পরিচালক একই ব্যক্তি তাই যে কোন ব্যাপারে তিনি দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে

পারেন।

রা) মালিকের স্বাধীনতা: এরূপ ব্যবসায় কোন অংশীদার না থাকায় মালিকের কারো কাছে জাবাবদিহিতার প্রয়োজন হয়

না। তিনি স্বাধীনভাবে আপন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারেন।

ংা) অপচয় রোধ: ব্যবসায় লোকসান হলে মালিককে একাই তা বহন করতে হয়। তাই তিনি ব্যবসায় পরিচালনায় সর্বোচ্চ

সতকর্তা অবলম্বন করেন। এ কারণে অপচয় রোধ সম্ভব হয়।

ংার) গোপনীয়তা: একমালিকানা কারবারে মালিক নিজেই সমস্ত কাজ সম্পন্ন করে বলে ব্যবসায়ের গোপনীয়তা বজায় রাখা

সম্ভব হয়। এতে গোপন তথ্য জানার সম্ভাবনা থাকে না।

ংারর) মালিক শ্রমিক সম্পর্ক: এ কারবারে মালিকপক্ষ শ্রমিকদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করেন বলে তাদের মধ্যে

সুসম্পর্ক বজায় থাকে।

ংাররর) হিসাব রক্ষণের সুবিধা: একমালিকানা কারবারে হিসাবরক্ষণে যেহেতু আইনগত কোন বাধা নেই তাই মালিক

সুবিধামত যে কোন পদ্ধতিতে হিসাব রাখতে পারে।

রী) বিলোপ সাধন: এর বিলোপ সাধন পদ্ধতি খুব সহজ। মালিক তার ইচ্ছানুযায়ী এ ব্যবসায়ের বিলোপ সাধন করতে

পারে। এতে কোন সরকারের পূর্বানুমতি বা আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন হয় না।

ী) উৎসাহ ও উদ্দীপনা: একমালিকানা ব্যবসায় মালিক কারবারের সকল মুনাফা ভোগ করেন। এর ফলে ব্যবসায়ের

সাফল্যের জন্য যে উদ্দীপনা, উৎসাহ ও আন্তরিকতা প্রয়োজন তা বিদ্যমান থাকে। যা ব্যবসায়ের অগ্রগতিকে

ত্বরান্বিত করে।

একমালিকানা কারবারের অসুবিধা (উরংধফাধহঃধমবং ড়ভ ঝড়ষব চৎড়ঢ়ৎরবঃড়ৎংযরঢ় ইঁংরহবংং)

র) মুলধনের স্বল্পতা: একমালিকানা কারবারের অন্যতম প্রধান সমস্যা হল পযাপ্ত পুঁজির অভাব। আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায়

প্রচুর পুঁজির প্রয়োজন হয়। একমালিকানা কারবারের মালিকের পক্ষে এই বিপুল পরিমান মূলধন সংগ্রহ করা

সম্ভবপর হয় না।

রর) সামর্থ্যরে সীমাবদ্ধতা: ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য শুধুমাত্র মূলধনের যোগানই নয়, পণ্যের গুনাগুন, মোড়কীকরণ, প্রচার

ও প্রসার কাজে সৃজনশীলতার পরিচয় দিতে হয়। একমাত্র মালিক সবদিকে দক্ষভাবে ব্যবসায়ের আশানুরূপ উন্নতি

করতে পারে না। ররর) উৎপাদন ব্যয়ের আধিক্য: এক মালিকানা কারবারের আয়তন ক্ষুদ্রাকার বিধায় উৎপাদনে গড় ব্যয় বেশি হয়। এ

ধরনের সংগঠন বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে না। ফলে অনেক সময় অস্তিত্ব

হুমকির মুখে পড়ে।

রা) ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন: একমালিকানা কারবারের আয়তন ছোট বিধায় বৃহদায়তন উৎপাদনের ব্যয় সুবিধাগুলো ভোগ

করতে পারে না।

া) স্থায়ীত্বের অভাব: এ কারবারের স্থায়ীত্ব সম্পূর্ণভাবে অনিশ্চিত। মালিকের মৃত্যু, বিদেশ গমন, অসুস্থতা, অনাগ্রহ যে

কোন কারণে এ ব্যবসায় বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

ারর) অপর্যাপ্ত তত্ত্বাবধান: একক মালিক যতই দক্ষ হোক না কেন, উৎপাদনের সকল পর্যায়ে নজর দেয়া তার পক্ষে সম্ভব

নাও হতে পারে। এই অপর্যাপ্ত তত্ত্বাবধানের জন্য ব্যবসায় জটিলতা দেখা দিতে পারে।

একমালিকানা কারবারের সুবিধা অসুবিধা পর্যালোচনা করে বলা যায়, সামগ্রিক বিচারে এর সুবিধাই বেশি। এ কারণে

অধিকাংশ ব্যবসায়-ই শুরুতে এরূপ সংগঠনের আওতায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে।